দৈনিক ইত্তেফাক

১৪/১১/২০০১

দিন ...

পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

ইনকিলাব ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকাল ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের মধ্যে সংঘর্ষকালে (১) জহুরুল হক হলের গেটের ভেতর থেকে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা প্রকাশ্যে অস্ত্র হাতে ছাত্রদলকে লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়ছে (২) জগন্নাথ হলে ছাত্রলীগ কর্মীদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে রিভলবার হাতে ধাওয়া করছে ছাত্রদলের এক ক্যাডার (৩) সংঘর্ষের সময় পিস্তলে গুলীভর্তি করার দৃশ্য (৪) ছাত্রলীগ কর্মীদের লাঠি হাতে ধাওয়া করছে ছাত্রদল কর্মীরা

উভয়পক্ষে ২০ জন নেতা-কর্মী আহত ❑ ছাত্রলীগ নেতা গ্রেফতার

জগন্নাথ হল দখল ও পাল্টা দখল ঘিরে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের মধ্যে সংঘর্ষ ❑ দেড় শতাধিক রাউন্ড গুলী

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। নতুন ভিসি-প্রো-ভিসি নিযুক্ত হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের মধ্যে সংঘর্ষ, গোলাগুলী এবং হল দখল ও পাল্টা দখলের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল এলাকা গতকাল (মঙ্গলবার) রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। ছাত্রলীগের জগন্নাথ হল দখল ও ছাত্রদলের পাল্টা দখলের ঘটনায় প্রায় দেড় শতাধিক রাউন্ড গুলী ও বেশ কয়েকটি বোমা বিস্ফোরিত হয়। এতে একজন পুলিশসহ উভয়পক্ষের কমপক্ষে ২০ জন নেতা-কর্মী আহত হয়। আহতদের মধ্যে গুলীবিদ্ধ একজন ছাত্রসহ তিনজনকে গুরুতর অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ ছাত্রলীগের এক নেতাকে গ্রেফতার করেছে। জগন্নাথ হল বর্তমানে ছাত্রদলের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এ ঘটনার পর জহুরুল হক হলেও ছাত্রদল নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। ক্যাম্পাসে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবক মহল আতংকিত হয়ে পড়েছে। জগন্নাথ হলের ছাত্ররা জানায়, গতকাল সকাল সাড়ে ৬টার দিকে ছাত্রলীগ ক্যাডারদের ৩০/৩৫ জনের একটি সশস্ত্র গ্রুপ ছাত্রদলের নিয়ন্ত্রণাধীন জগন্নাথ হলে আক্রমণ চালায়। ছাত্রলীগ মুহসীন হল শাখার সভাপতি শফিক, অপু, শামীম, আলিম, মনির, মিজান; জগন্নাথ হলের ছাত্রলীগ নেতা রিপন এ হামলায় নেতৃত্ব দেয়। ছাত্রলীগ ক্যাডাররা হলে প্রবেশ করেই অক্টোবর ভবনের সামনে এসে ফাঁকা গুলী ছুঁড়তে থাকে। ছাত্রলীগ ক্যাডারদের মুহুর্মুহু গুলীর শব্দে ঘুমন্ত ছাত্ররা জেগে উঠে। আকস্মিক এই গুলীর শব্দে ছাত্ররা ছিল ভীত,

৫-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের মধ্যে সংঘর্ষ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ও সন্ত্রস্ত। একপর্যায়ে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা গুলী করতে করতে হলের বিভিন্ন ভবনের ভেতরে ঢুকে পড়ে। এ সময় ছাত্রলীগ ক্যাডাররা প্রায় অর্ধশতাধিক রাউন্ড গুলীবর্ষণ করে। হলে প্রবেশ করে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা ছাত্রদল কর্মীদের মারধর শুরু করে। ছাত্রদল অভিযোগ করেছে, ছাত্রলীগ ক্যাডাররা তাদের হল শাখার সাধারণ সম্পাদক তরুণ দে-কে দোতলা থেকে নিচে ফেলে দেয়। এতে তার মাথা ফেটে যায়। ছাত্রলীগের হাতে ছাত্রদলের কমপক্ষে ১০ জন নেতা-কর্মী আহত হয়। এদের মধ্যে আছে মাইকেল, বিজন, শুভ, অসীম, প্রত্যুষ, স্বপন, গৌরাঙ্গ, উত্তম প্রমুখ। ছাত্রলীগ কর্মীরা ছাত্রদলের বেশ কয়েকটি কক্ষ ভাঙচুর ও মালামাল লুট করে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। হলে অবস্থানকারী বাকী

করে। পলাশীতে উদয়ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে অভিভাবকরা নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায়। গোটা এলাকায় যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে। পুলিশ কোন গাড়ী ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে দেয়নি।

এদিকে হল ছাত্রদলের দখলে আসার পর ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা হল এলাকায় মিছিল ও সমাবেশ করে। সমাবেশে ছাত্রদল সভাপতি নাসির উদ্দিন আহমেদ পিন্টু এমপি, ছাত্রদল নেতা মনির হোসেন, জয়ন্ত কুণ্ডু প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। পরে মধুর ক্যান্টিনে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে ছাত্রদল সভাপতি পিন্টু এমপি বলেন, ছাত্রদল সাধারণ ছাত্রদের সমর্থন নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল পরিচালনা করছে। ছাত্রলীগের বহিরাগত সন্ত্রাসীরা হল দখল করতে এসেছিল। কিন্তু সাধারণ ছাত্ররা ছাত্রলীগকে বিতাড়িত করে ছাত্রদলকে জগন্নাথ হলে বরণ করে নিয়েছে। তিনি বলেন, ছাত্রলীগের যেসব নেতা-কর্মী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তারা যদি ভাল মন নিয়ে আসে তাহলে তারা অবশ্যই হলে থাকতে পারবে; ছাত্রদলের সভাপতি হিসেবে আমি এ নিশ্চয়তা দিচ্ছি। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ছাত্রদল নেতা এবিএম মোশাররফ হোসেন, আবদুল বারী ড্যানী, মোস্তাফিজুল ইসলাম মামুন, নূরুল ইসলাম নয়ন, বেনজীর আহমেদ টিটু, জয়ন্ত কুণ্ডু, আবদুল কাদের জুয়েল, কাজল জালালী, মোর্শেদ হাসান, গোলাম হাফিজ নাহিন, এসএম মুনীর হোসেন প্রমুখ।

এদিকে জগন্নাথ হল দখলের পর-পরই ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা ছাত্রলীগ নিয়ন্ত্রণাধীন জহুরুল হক হলে এসে জড় হয়। ছাত্রদলের আগমনের আগেই বিপুলসংখ্যক পুলিশ এসে জহুরুল হক হল এলাকায় অবস্থান নেয়। ছাত্রদল ক্যাডাররা এ সময় জহুরুল হক হলের পেছনের দিক দিয়ে এসে হল দখলের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। এ সময় ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের মধ্যে ১৫/২০ রাউন্ড গুলী বিনিময় হয়। বেলা ১২টার দিকে পুলিশ জহুরুল হক হলে তল্লাশী করে। এরপর ছাত্রলীগ ক্যাডাররা হলের প্রধান গেট তালাবদ্ধ করে হলের ভেতর অবস্থান নেয়। ছাত্রদলের একটি গ্রুপের নেতা-কর্মীরা এ সময় হল এলাকায় যেতে চাইলেও পুলিশী ব্যারিকেডের কারণে ভেতরে প্রবেশ করতে পারেনি। পরে বেলা সাড়ে ৩টার দিকে ছাত্রদল নেতা আসাদুজ্জামান আসাদ, মিণ্টু, মাহবুব ও জাহিদের নেতৃত্বে ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা পুলিশের সাথে হলে প্রবেশ করে। এ সময় উভয়পক্ষ বেশ কয়েক রাউন্ড গুলী করে। ছাত্রলীগের হল সভাপতি বাবুসহ অধিকাংশ নেতা-কর্মী হল ছেড়ে পালিয়ে যায়। ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কয়েকজন নেতা হলে আটকা পড়লেও পুলিশ বেষ্টনীতে ও ছাত্রদল নেতাদের হস্তক্ষেপে তাদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেয়া হয়। এদিকে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এ বন্দুকযুদ্ধের ঘটনায় সাধারণ ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক মহলে আতংক ছড়িয়ে পড়েছে। সকল মহলে চরম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। ক্যাম্পাসের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে কর্তৃপক্ষের কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী বলে অনেকে মনে করছেন।

এদিকে গতকাল সন্ধ্যায় ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে নেতৃবৃন্দ বলেন, বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর ছাত্রদল সন্ত্রাসীরা গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। নতুন ভিসি দায়িত্ব নেয়ার পরই ছাত্রদল সন্ত্রাসীদের হাতে জহুরুল হক হল তুলে দিয়েছেন। জগন্নাথ হলে অতর্কিত হামলা করে অকথ্য নির্যাতন করে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মী ও সাধারণ ছাত্রদের হল থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। অবিলম্বে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের ক্যাম্পাসে নিরাপদ ও হামলামুক্ত বসবাসের ব্যবস্থা না করা হলে ছাত্রলীগ কঠোর কর্মসূচী দিতে বাধ্য হবে। নেতৃবৃন্দ ছাত্রদলের বিরুদ্ধে পুলিশকে নিয়ে হামলা, ছাত্রদের নির্যাতন, মোবাইল ও টাকা লুটের অভিযোগ করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ছাত্রলীগ সভাপতি বাহাদুর বেপারী, লিয়াকত সিকদার, আশরাফুল আজিম রুবন, রফিকুল ইসলাম, খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, সাইফুদ্দিন নাসির, বেগম শাহীন জাহান, একেএম আজিম।

গতকাল ক্যাম্পাসে সংঘটিত এ ঘটনা সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত ভিসি প্রফেসর আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী বলেন, একটি স্বার্থান্বেষী মহল বহিরাগত ও অস্ত্রধারীদের দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশকে নষ্ট করতে চাইছে। আমরা তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশ মোতায়েন করেছি। তিনি বলেন, সার্বিক পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস নির্মূল করতে আমরা বদ্ধপরিকর।